ঘুরে আসতে পারেন মহেশপুরের রফিকুলের কমলা বাগান থেকে

ঝিনাইদহের মহেশপুর থেকে ফিরে: ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম চাপাতলা। ভারতীয় সীমান্ত থেকে মাত্র ৪শ গজ দূরে এই এলাকা। সেই গ্রামের একটি মাঠে দার্জিলিংয়ের কমলা বাগান করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন রফিকুল ইসলাম নামের এক নার্সারী মালিক।

রোকন নার্সারীর সেই কমলা বাগানে ঢুকতেই দেখা গেলো অনেক মানুষের ভিড়। তার বাগানে গিয়ে দেখা যায়, মেন্ডারিন ও দার্জিলিং দুই জাতের কমলায় চোখ ছলছল করছিলো বাগানে আগত দর্শনার্থীদের।

কেউ ঘুরে ঘুরে দেখছেন, কেউ আবার সেলফি তুলছেন। তবে অনেক মানুষের ভীড় সামলাতে সেই বাগানে আবার সিসি ক্যামেরাও চালু করেছেন নার্সারী মালিক। তবে সেই বাগানের ফল ছেড়া নিষেধ থাকলেও আগত দর্শনার্থীদের কমলা খাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন তিনি।
সরেজমিনে সেই বাগানে গিয়ে দেখা যায়, বাগানের প্রায় গাছেই সবুজ-হলুদ কমলা ঝুলে আছে। দেখতেই খুব সুন্দর লাগছে। কমলা সাধারণত আমাদের দেশে চাষ খুবই কম। যেমন দেখতে আবার স্বাদে ও রসে টুইটুম্বর।

মহেশপুর উপজেলার চাপাতলা গ্রামের নার্সারী মালিক রফিকুল ইসলাম একই এলাকার আইনুদ্দীন মণ্ডলের ছেলে। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে কথা হয় রফিকুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি জানান, ছোট নার্সারীর ব্যবসা ছিলো তার। দুই মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে কষ্টেই দিন পার হতো।

সংসারের অভাব ঘোচাতে ধারদেনা করে বছর চারেক আগে ভারতের দার্জিলিং গিয়ে কমলা বাগান ঘুরে ঘুরে তিনি দার্জিলিং থেকে ফেরার সময় কিছু কমলা ও মাল্টার চারা কিনে আনেন।

এরপর আবার চাপাতলা গ্রামে অন্যের কাছ থেকে কয়েক বিঘা জমি লিজ নিয়ে সেই জমিতে তিনি কমলা ও মাল্টার চাষ শুরু করেন। তবে কয়েক বছর পরে আর তাকে পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। মাল্টার আর কমলার বাগান তাকে বদলে দিয়ে তার সেই দু:খ কষ্টের জীবন। এখন তিনি স্বচ্ছল। পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফোটানোর পাশাপাশি আরও অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। তার বাগানে এখন কাজ করেন ১৫ জন

শ্রমিক।

রফিকুল ইসলাম আরও বলেন, প্রায় তিন লাখ টাকা খরচ হয়েছিল তার। এই জমি থেকে ১০ লাখ টাকার মাল্টা ও কমলা বিক্রি করেছেন। দার্জিলিংয়ের কমলা কেজিপ্রতি ১০০ টাকা দরে বিক্রি করেছেন। পাইকার ব্যবসায়ীরা বাগানে এসেই নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। এতে করে বিক্রিরও তেমন কোন ঝামেলা নেই।

চাষ সম্পর্কে তিনি বলেন, পাঁচ বছর পর একটি গাছ ফল ধরার জন্য পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রতিটি গাছ থেকে ১২-১৫ বছর পর্যন্ত ভালোভাবে ফল পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, দার্জিলিংয়ের থেকে তার বাগানের কমলা অনেক স্বাদের। তিনি মনে করেন, এ দেশেও কমলা চাষ ভালো হবে। তেমন মাটি ও আবহাওয়া আমাদের রয়েছে। তিনি এখন নিজেই এই কমলা গাছের চারা বিক্রি করছেন।

কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক থেকে ঘুরতে আসা শহীদুল ইসলাম ও নাদীরা কুমারখালী থেকে আকতার হোসেন বাবুল নামে এক দর্শনার্থী বলেন, পরিবার পরিজন নিয়ে এই কমলা বাগানের কথা শুনে এসেছি। দূর থেকে হলুদ কমলা দেখতে অনেক ভালো লাগছে। আমরা আগে ভারতের দার্জিলিংসহ বিভিন্ন দেশের কমলা বাগানের কথা শুনেছি, কিন্তু দেখিনি। এখন আমাদের দেশেই কমলা চাষ হচ্ছে। এটি খুব ভালো উদ্যোগ। আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে এই বাগান পরিদর্শন করে অনেক ভালো লাগছে।

কুষ্টিয়া সরকারী বালিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নাদিরা খানম এসেছিলেন এই বাগান পরিদর্শনে। তিনি বলেন, সমতল ভূমিতে বাণিজ্যিকভাবে দার্জিলিং জাতের কমলার চাষ এবারই প্রথম। রফিকুলের বাগানে উৎপাদিত কমলা খেতে বেশ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। আমরা দলবেধে এখানে এসেছি। বাগান দেকে আমরা আনন্দে আত্মহারা।

সেখানে কর্মরত জহির রায়হান নামের এক শ্রমিক বলেন, পড়ালেখা শেষ করে কোন চাকরি না পেয়ে এই বাগানে কাজ করছি। এখানে কাজ করেই আমার সংসার চলছে। আমার মতো আরও ১৫-২০ জন শ্রমিক এই বাগানে কাজ করে থাকে।

মহেশপুর উপজেলার সরুপপুর ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি অফিসার রবিউল কবীর পল্লব বলেন, আমি এবং বিভিন্ন ভিজিটর নিয়ে রফিকুল ইসলামের কমলার বাগান পরিদর্শন করেছি। সবাই বলছে, দার্জিলিংয়ের থেকে এই কমলা অনেক ভালো। আমরা জানতাম পাহাড়ি অঞ্চলে কমলা ভালো হয়।

কিন্তু মহেশপুর উপজেলার এই বেলে-দোঁআশ মাটিতেও অনেক ভালো কমলা হয়েছে।

কমলাতে মাছি পোকা এড়াতে তাকে বেশি পরামর্শ দেওয়াসহ তাকে আমরা কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরণের সহযোগীতার পাশাপাশি সহায়তাও করে থাকি।

দর্শনার বড়বলদিয়া গ্রামে জমিজমা নিয়ে বিরোধে প্রতিপক্ষের আঘাতে শফিকুল নিহত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন বড়বলদিয়া গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে প্রতিপক্ষের আঘাতে শফিকুল ইসলাম (৪০) নিহত হয়েছে।
এ বিষয়ে নিহত’র বড় ভাই বাদি হয়ে তার চাচা কালাম ও কালামের জমাই সুলতানসহ ৭ জনকে আসামি করে দর্শনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। নিহত শফিকুল বড়বলদিয়া গ্রামের মাঝ পাড়ার মৃতঃ শুকুর আলীর ছেলে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
ঘটনা সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড়বলদিয়া গ্রামের মৃতঃ শুকুর আলীর ৪ ছেলে বিল্লাল, বিশারত, জালাল, শফিকুল যৌথ ভাবে একই গ্রামের বগার কাছ থেকে ৬ কাঠা জমি ক্রয় করে। কিন্তু সেই জমি ছিলো নিহত শফিকুলের চাচা কালামের দখলে। তবে এই জমি একাধিকবার দখল চেয়ে তার সুরাহা না হলেও গতকাল তা সমাধানের একপর্যায়ে চলে এসেছিলো। আগামী চৈত্র মাসেই জমির দখল দিতে রাজি হয় কালাম, এদিকে শফিকুল ও তার বড় ভাই বিল্লাল এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে বাড়িতে চলেও যাচ্ছিলো কিন্তু স্ত্রী মেগি বেগমসহ তার মেয়ে তাজেরা, শাহানাজ ও সুলতানের মেয়ে তানিয়া হঠাৎ চেচিয়ে উঠে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে।

এ নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। তারই এক পর্যায়ে মৃতঃ আমির হোসেনের ছেলে কালাম (৫৮) ও তার জামাই সুলতান পিতা- সাত্তার আলী পাশে পড়ে থাকা বাশ ও কাঠ দিয়ে আঘাত করে শফিকুল ও তার বড় ভাই বিল্লাল (৪৮) কে। এই আঘাতে বিল্লাল আহত হলেও গুরুতর ভাবে

রক্তাক্ত জখম হয়ে মাটিতে পড়ে যায় শফিকুল। তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কিন্তু এ ঘটনায় কোন আসামি আটক হয়নি, কারণ ঘটনার পর থেকেই তাদের পরিবারের সকলে পলাতক। এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান কাজল জানান, মূলত জমিজায়গা নিয়ে বিরোধ এবং তারই এক পর্যায়ে প্রতিপক্ষের আঘাতে শফিকুল ইসলাম নিহত হয়েছে। আমরা খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কিন্তু তার আগেই আসামিরা পালিয়ে যায়। আমরা লাশ ময়না তদন্ত করার জন্য চুয়াডাঙ্গা মর্গে পাঠিয়েছি। আর নিহত শফিকুলের বড় ভাই আহত বিল্লাল হোসেন বাদি হয়ে ৭ জনের নামে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। আসামিদের গ্রেফতারের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সাগান্না ইউনিয়নের বাটিকাডাঙ্গা গ্রামে ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদরের, সাগান্না ইউনিয়নের বাটিকাডাঙ্গা গ্রামে ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এ্যাড. আব্দুর রশিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাগান্না ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জনাব আলাউদ্দিন আল মামুন, ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি, শেখ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, সহ-সভাপতি জহর মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক, নাজমুল হক তুর্পি, ত্রিমোহনী চাউল কল মিল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, মোঃ আকতার হোসেন ভান্ডারী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, মোঃ শাহাদাত হোসেন সদা, ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি

(ভারপ্রাপ্ত) মোখলেসুর রহমান শিলু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, হাজী আনোয়ার হোসেন, শহিদুল ইসলাম মেম্বর, ফজের আলী মেম্বর, হুসিয়ার রহমান মেম্বর, মিজানুর রহমান মেম্বর, মোঃ ফজলু করিম, আমজাদ হোসেন সরকার, বেদন মিয়া, বাতেন সরকারসহ অত্র এলাকাবাসী।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ।

গাংনীতে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জাতীয় সমাজসেবা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কাজি আবু মুনসুরের সভাপতিত্বে উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি রমজান আলীসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের

ইতিহাস গ্রন্থে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করায় সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করায় সংবাদ সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলার ১ নং কাথুলী ইউনিয়নের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা। গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার সময় গাড়াবাড়িয়া নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মিজানুর রহমান রানা বলেন, কথা সাহিত্যিক রফিকুর রশিদ রিজভি এর লেখা ‘ মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস’’ নামক একটি বই প্রকাশ করেন। ২০০৯ সালে গতিধারা প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত বইটিতে পরিশিষ্ট-ঘ(২৪৯) ও পৃষ্ঠা২৫৩ ত্রমিক নং-২৭ এ গাড়াবাড়িয়া গ্রামের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলামকে স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বই তে একটি জায়গাতে বলা হয়েছে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছেন অনেকে। এব্যপারে ভিন্নমত রয়েছে বলেও লেখক ফুটনোটে উল্লেখ করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে আরো জানান, জন্ম নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী আমিনুল ইসলামের জন্ম ১৯৫৭ সালের ১৮ই অক্টোবর। সে অনুযায়ী আমিনুল ইসলামের বয়স মাত্র ১৩ বছর। আমিনুল ইসলামের পরিবারের দাবী ১৩ বছরের কিশোর কিভাবে শান্তি কমিটির সদস্য হতে পারেন? আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তা সম্পুর্ণরুপে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

এছাড়াও আমিনুল ইসলাম ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী এনামুল হকের নৌকার পক্ষে নির্বাচনে সক্রিয় ভাবে কাজ করতে গিয়ে বিএনপি সরকারের রোষানলে পড়েন। মিজানুর রহমান রানা নিজেও ছাত্র জীবন থেকে ১৯৯২ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ মনোনীত প্যানেল থেকে সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন এবং কলেজ ছাত্রলীগের সহ সভাপতি ও জেলা ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে সক্রিয় দায়িত্ব পালন করেন। কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নৌকায় মনোনীত হয়ে দু’বার ইউপি চেয়ারম্যান হিসেবে

নির্বাচিত হয়ে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন। রফিকুর রশিদ রিজভি একজন বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক। প্রাতিষ্ঠানিক নিরিখে তিনি ঐতিহাসিক নন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতক্ষদর্শও নন। তবে মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে কিভাবে তিনি রাজাকার বা শান্তি কমিটির তথ্য সংগ্রহ করলেন তা বিবেচ্য বিষয় বলেও উল্লেখ করেন সংবাদ সম্মেলনে। লেখক তার লেখা বইটি প্রত্যাহার ও সংশোধন করবে এমন দাবী জানান আমিনুল ইসলামের পরিবার। এসময় আমিনুল ইসলামসহ পরিবকারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

এবিষয়ে ‘মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস’ বই এর লেখক কথা সাহিত্যিক রফিকুর রশিদ রিজভি জানান, আমি মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধকালীন তথ্য সংগ্রহের সময় প্রতিটি এলাকায় ঘুরেছি। প্রবীণদের সাথে কথা বলেছি তার পর বই লেখার কাজ শুরু করেছি। ব্যক্তি আক্রোশ বা কাউকে সামাজিক ভাবে হেয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তার পরেও বই তে প্রথমে বলা হয়েছে আমার তথ্য বিষয়ে যদি কোন ভুল থেকে থাকে তাহলে আগামী সংস্করণে সংশোধন প্রকাশ করার সুযোগ রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট তথ্য সরবাহ করতে পারবেন দ্বিমতকারীরা।

মুজিবনগরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালন

“ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে, সেবা ও সুযোক প্রান্তজনে” এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা সমাজসেবার উদ্যোগে জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২১ উদযাপন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদ হলরুমে উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা প্রকৌশলী শাহীন আক্তার। বক্তব্য রাখেন পল্লী সমাজসেবা গ্রাম কমিটির সভাপতি আশরাফুল ইসলাম ও সদস্য তাহমিনা খাতুন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সমাজসেবার বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে উপস্থিত সকলের সামনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব।

অনুষ্ঠান শেষে ১৫জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ও সুবর্ণ নাগরিক পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়

সাগান্না ইউনিয়নের বাটিকাডাঙ্গা গ্রামে ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদরের, সাগান্না ইউনিয়নের বাটিকাডাঙ্গা গ্রামে ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এ্যাড. আব্দুর রশিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাগান্না ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জনাব আলাউদ্দিন আল মামুন, ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি, শেখ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন,সহঃ সভাপতি জহর মিয়া,সাংগঠনিক সম্পাদক, নাজমুল হক তুর্পি, ত্রিমোহনী চাউল কল মিল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, মোঃ আকতার হোসেন ভান্ডারী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক,৫নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, মোঃ শাহাদাত হোসেন সদা,৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) মোখলেসুর রহমান শিলু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, হাজী আনোয়ার হোসেন, শহিদুল ইসলাম

মেম্বার, ফজের আলী মেম্বার, হুসিয়ার রহমান মেম্বার, মিজানুর রহমান মেম্বার, মোঃ ফজলু করিম, আমজাদ হোসেন সরকার,বেদন মিয়া, বাতেন সরকার, সহ অত্র এলাকাবাসী।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ।

গাংনীতে জাতীয় সমাজ সেবা দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা জাতীয় সমাজসেবা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কাজি আবু মুনসুরের সভাপতিত্বে উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি রমজান আলীসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন

মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে মিথ্যা তথ্য

প্রকাশ করায় সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গন্থে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করাই সংবাদ সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলার ১ নং কাথুলী ইউনিয়নের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা। শনিবার বেলা ১১ টার সময় গাড়াবাড়িয়া নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মিজানুর রহমান রানা বলেন, কথা সাহিত্যিক রফিকুর রশিদ রিজভি এর লেখা ‘ মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস’’ নামক একটি বই প্রকাশ করেন। ২০০৯ সালে গতিধারা প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত বইটিতে পরিশিষ্ট-ঘ(২৪৯) ও পৃষ্ঠা২৫৩ ত্রমিক নং-২৭ এ গাড়াবাড়িয়া গ্রামের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলামকে স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বই তে একটি জায়গাতে বলা হয়েছে ইচ্চার বিরুদ্ধেও শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছেন অনেকে।

এব্যপারে ভিন্নমত রয়েছে বলেও লেখক ফুটনোটে উল্লেখ করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে আরো জানান, জন্ম নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী আমিনুল ইসলামের জন্ম ১৯৫৭ সালের ১৮ই অক্টোবর। সে অনুযায়ী আমিনুল ইসলামের বয়স মাত্র ১৩ বছর। আমিনুল ইসলামের পরিবারের দাবী ১৩ বছরের কিশোর কিভাবে শান্তি কমিটির সদস হতে পারেন? আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তা সম্পুর্ণরুপে মিথ্যা,বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

এছাড়াও আমিনুল ইসলাম ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পাঃলন করেছেন। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের মনোনীত প্রার্থী এনামুল হকের নৌকার পক্ষে নির্বাচনে সক্রিয় ভাবে কাজ করতে গিয়ে বিএনপি সরকারের রোষানলে পড়েন।

মিজানুর রহমান রানা নিজেও ছাত্র জীবন থেকে ১৯৯২ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ মনোনীত প্যানেল থেকে সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন এবং কলেজ ছাত্রলীগের সহ সভাপতি ও জেলা ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে সক্রিয় দায়িত্ব পালন করেন।

কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নৌকার মনোনীত হয়ে দু বার ইউপি চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন। রফিকুর রশিদ রিজভি একজন বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক। প্রাতিষ্ঠানিক নিরিখে তিনি ঐতিহাসিক নন,এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতক্ষদর্র্শও নন।

তবে মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে কিভাবে তিনি রাজাকার বা শান্তি কমিটির তথ্য সংগ্রহ করলেন তা বিবেচ্য বিষয় বলেও উল্লেখ করেন সংবাদ সম্মেলনে। লেখক তার লেখা বইটি প্রত্যাহার ও সংশোধন করবে এমন দাবী জানান আমিনুল ইসলামের পরিবার। এসময় আমিনুল ইসলামসহ পরিবকারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

এবিষয়ে ‘মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস’ বই এর লেখর কথা সাহিত্যিক রফিকুর রশিদ রিজভি জানান, আমি মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধকালীণ তথ্য সংগ্রহের সময় প্রতিটি এলাকায় ঘুরেছি। প্রবীণদের সাথে কথা বলেছি তার পর বই লেখার কাজ শুরু করেছি। ব্যক্তি আক্রোশ বা কাউকে সামাজিক ভাবে হেয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

তার পরেও বই তে প্রথমে বলা হয়েছে আমার তথ্য বিষয়ে যদি কোন ভুল থেকে থাকে তাহলে আগামী সংস্করণে সংশোধন প্রকাশ করার সুযোগ রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট তথ্য সরবাহ করতে পারবেন দ্বিমতকারীরা।

মুজিবনগরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালন

“ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মানে, সেবা ও সুযোক প্রান্তজনে” এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা সমাজসেবার উদ্যোগে জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২১ উদযাপন করা হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদ হলরুমে উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল

ইসলাম মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা প্রকৌশলী শাহীন আক্তার।

বক্তব্য রাখেন পল্লী সমাজসেবা গ্রাম কমিটির সভাপতি আশরাফুল ইসলাম ও সদস্য তাহমিনা খাতুন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সমাজসেবার বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে উপস্থিত সকলের সামনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব।

অনুষ্ঠান শেষে ১৫জন প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ও সুবর্ন নাগরিক পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়।